68

তারিখ ... 12 MAY 1996

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭......

শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হোক

দেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা নিয়ে দেশবাসীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা নাজুক আকার ধারণ করেছে। দেশের এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে সংঘটিত যে কোন ঘটনাই সর্বমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কমবেশি তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পড়ে। তাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে হলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ এবং সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক।

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, তবে মূল একটি সমস্যা আছে— যে সমস্যাটি কেবল এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই, সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান রয়েছে। এটা হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসকে ঘিরেই কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কখনও প্রকাশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। আর এই পরিবেশকে তথাকথিত এবং আদর্শহীন ছাত্ররাজনীতি বেশি মাত্রায় বিষিয়ে তুলছে। এজন্য ছাত্র নামধারী নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষক শ্রেণীর দুর্বলতা দায়ী। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে এ কথার সত্যতার অনেকটা প্রমাণ মিলবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়ে সৃষ্ট মারদাঙ্গা পরিবেশ অনেকটা মিইয়ে এসেছে। সুষ্ঠুভাবে দায়-দায়িত্ব পালন করলে এবং সেই সাথে ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা আন্তরিক হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে পারে।

পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক করার জন্য সম্প্রতি ভিসির সভাপতিত্বে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিংয়ে কঠিন-কঠোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সকল সন্ত্রাসী, অবাঞ্ছিত, বহিরাগত ও বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে দেখা মাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় থাকবে না।

আশা করা যায়, এই ব্যবস্থা কঠোরভাবে অনুসৃত হলে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস অনেকাংশে নির্মূল হবে। বুয়েটের পরিস্থিতি আবার ভিন্ন ধরনের। ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এর সঙ্গে বুয়েটের শিক্ষকগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। তবে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, বুয়েটের শিক্ষকগণ সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগী হয়েছেন এবং অবিলম্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অপরদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা বেশ কিছুদিন যেভাবে ভিসির বাসগৃহে হামলা, ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজি ও শাটল ট্রেনে আক্রমণ এবং তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে তাতে চট্টগ্রামসহ দেশের সকল মানুষ স্তম্ভিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

ছাত্র শিবিরের একশ্রেণীর উগ্র মৌলবাদী গত ২৮ এপ্রিল থেকে এ ধরনের অপকর্ম চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। এই ছাত্র নামধারী সংগঠনটি কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশই বিনষ্ট করছে না ক্যাম্পাসসহ সমগ্র চট্টগ্রামে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এবং পুলিশ এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। পক্ষান্তরে শিবির ১৩ মে বৃহত্তর চট্টগ্রামে অর্ধবেলা রাজপথ-রেলপথ অবরোধের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত পক্ষে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রামবাসীকে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র ছাত্র নামধারী সংগঠন দীর্ঘদিন থেকে হলসমূহে এবং ক্যাম্পাসে ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের দৌরাত্ম্যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়েই নয় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজেও বেশ কিছু নিরীহ শিক্ষার্থীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখতে হলে সকল শ্রেণীর সশস্ত্র ক্যাডারকে নির্মূল করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না।